পাঠ পরিকল্পনা-১৭ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-২ : শরিয়তের উৎস

পাঠ-১১ : শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস : সুন্নাহ

সময় : ৩৫ মিনিট

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা ও নতুন পাঠের উপর পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা- ১. সুন্নাহ অর্থ কী? ২. হাদিস অর্থ কী?
১০ মিনিট	**সুন্নাহ ও হাদিস পরিচিতি, পার্থক্য ও সম্পর্ক** শাব্দিক ভাবে সুন্নাহ ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সুন্নাহ শব্দটি আরবি শব্দ, এর অর্থ- পথ, পন্থা, পদ্ধতি, নমুনা, আদর্শ, অভ্যাস, চরিত্র, স্বভাব-প্রকৃতি, জীবনব্যবস্থা, রাস্তা, অভ্যাস ইত্যাদি। To way, habit, Ideology. হাদিস আরবি শব্দ, এর অর্থ- কথা, বাণী, বার্তা, সুন্নাত, সংবাদ (ধর্মীয়/জাগতিক), বর্ণিত বিষয়, খবর। পারিভাষিকভাবে হাদিস ও সুন্নাহর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে হাদিস বা সুন্নাহ বলে। তবে ব্যবহারিকভাবে হাদিস ও সুন্নাহর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ও নির্ধারিত মূলনীতিকে হাদিস বলে, পক্ষান্তরে রাসূল (সা.)-এর বাণী ও নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের বাস্তব রূপকে সুন্নাহ বলে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সা.) একাধারে রোজা রাখতেন এটা হাদিসে বর্ণিত আছে। কিন্তু অন্য হাদিসে আছে তিনি লোকদেরকে একাধারে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। এখানে দুটি হাদিসের মধ্যে সুন্নাত হলো একাধারে রোজা না রাখা। আর এজন্যই হাদিসকে শরিয়তের উৎস বলা হয় নাই। ফলে হাদিসে থাকলেই তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বরং শরিয়তের উৎস হতে হলে তা সুন্নাহর মাপকাঠি তথা ফকিহগণের মতামতের ভিত্তিতে আমলযোগ্য কী-না? তা যাচাই সাপেক্ষ হতে হবে। সুতরাং শরিয়তের উৎস হলো সুন্নাহ। আরেকটি উদাহরণ দেখুন- রাসূলুল্লাহ (সা.) নারীদেরকে সালাম দিয়েছেন। এটি একটি হাদিস। এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো সালামের প্রশিক্ষণ দেয়া। সুতরাং একে সুন্নাহ মনে করে সকলের জন্য নারীদের সালাম দেয়া বৈধ নয়; বরং যুবক-যুবতী নর-নারী পরস্পরকে সালাম দেয়া নিষেধ। **সুন্নাহ শরিয়তের উৎস হওয়ার যৌক্তিকতা** ১. **কুরআনের ব্যাখ্যা হলো সুন্নাহ :** যেমন আমরা পূর্বে জেনেছি, কুরআনে দিবসের বিভিন্ন সময়ে নামাজ পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু কত রাকাত কোনো ওয়াক্তে, কিভাবে পড়তে হবে তা বিস্তারিত কুরআনে বলা নেই। সুন্নাহর আলোকে তা ব্যাখ্যা করে ৫ ওয়াক্ত ফরজ সালাতে সময়সীমা, রাকাআত সংখ্যা, পদ্ধতি ইত্যাদি বিস্তারিত জানা যায়। ২. **কুরআনের পরিপূরক :** সুন্নাহ হলো কুরআনের পরিপূরক। এমন সমস্যা যেখানে কুরআনের বর্ণনা নেই, সেখানে সুন্নাহর আলোকে সমাধান দিতে হয়। যেমন, কুরআনে মদপানকে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু এর শাস্তি বর্ণিত হয়নি। সুন্নাহয় এর শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাতের বিধান রয়েছে। ৩. **রাসূলের বাণী হিসেবে অনুসরণ করতে কুরআনী নির্দেশনা :** মহান আল্লাহ কুরআন অনুসরণের পাশাপাশি সুন্নাহ অনুসরণের আদেশ করছেন।
৫ মিনিট	**হাদিসের দুটি অংশ** **সনদ :** হাদিস বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে। অর্থাৎ যেসকল ব্যক্তিদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী আমাদের কাছে এসেছে তাকে সনদ বলে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত উমর (রা.) মিম্বারে বসা অবস্থায় বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, (এই ক্রমধারাকে হাদিসের সনদ বলে) **মতন :** হাদিসের মূল বক্তব্যকে মতন বলে। যেমন- 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।' **হাদিসের প্রকারভেদ :** হাদিস বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিভিন্ন প্রকার। যথা- ১. কাওলী হাদিস : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথাকে কাওলী হাদিস বলে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল

	কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। ২. ফি'লি হাদিস : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাজকে ফি'লি হাদিস বলে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) খেজুর দ্বারা ইফতার শুরু করতেন ৩. তাকরিরি হাদিস : রাসূলুল্লাহ (সা.) যা অনুমোদন করেছেন বা তিনি চুপ ছিলেন এমন হাদিসকে তাকরিরি হাদিস। যেমন- একদল সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাঁড়ফুক করে হাদিয়া নিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাতে সম্মতি দেন। ৪. মারফু হাদিস : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে মারফু হাদিস বলে। ৫. মাওকুফ হাদিস : সাহাবীগণের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে মাওকুফ হাদিস বলে। ৬. মাকতু হাদিস : তাবেঈগণের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে মাকতু হাদিস বলে।
৫ মিনিট	**হাদিস সংরক্ষণ** ১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কুরআনের সাথে হাদিস সংমিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন। ২. পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে সাহাবায়ে কিরাম হাদিস লিখা শুরু করে। ৩. মুখস্থ করা ও বাস্তব আমলের মাধ্যমে হাদিস সাহাবীদের মাঝে সংরক্ষিত হয়। ৪. রাসূলুল্লাহ নিজেও চুক্তি, সনদ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাদিস লিখে দিতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশাতেই হাদিস গ্রন্থায়ন শুরু হয়। ৫. উমাইয়া খলিফা উমর বিন আব্দুল আযীয সর্বপ্রথম সরকারীভাবে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময় মুয়াত্তা হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ৬. হিজরী তৃতীয় শতকে বিভিন্ন হাদিস বিশারদগণ হাদিস সংকলন শুরু করেন। এ সময় সিহাহ সিত্তার ছয়টি গ্রন্থ সংকলিত হয়।

ক্রম	হাদিসগ্রন্থের নাম	সংকলক
১.	সহীহ বুখারি	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারি র.
২.	সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি র.
৩.	জামি তিরমিজি	ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযি র.
৪.	সুনানে আবূ দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ্য়াস্ র.
৫.	সুনানে নাসায়ী	ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব আন নাসাই র.
৬.	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ র.

৫ মিনিট	**হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা** ১. কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে হাদিসের গুরুত্ব ২. অনুসরণীয় আদর্শ ৩. জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস ৪. পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ৫. মানব জীবনে সমস্যা সমাধানে ৬. ইসলামকে বাস্তব জীবনে অনুশীলনে হাদিসের গুরুত্ব
৫ মিনিট	**শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন** মামুন ও মাসুদ হাদিসশাস্ত্র বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করছে। একদিন তারা হাদিস নিয়ে আলোচনা করছিল। তাদের ছোট ভাই আরমান নবম শ্রেণিতে পড়ে। পাশে বসে সে আলোচনা শুনছিল। আরমান তাদের আলোচনা মাঝে নানা ধরনের প্রশ্ন করলে মামুন আরমানের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল। অতঃপর আরমান তাদের নিকট হাদিস শিখার আগ্রহ প্রকাশ করল। ক. শরিয়া মতে হাদিস কি? খ. কেউ হাদিস অনুসরণ না করলে কেন ক্ষতিগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট হবে? বুঝিয়ে বল। গ. মামুন ও মাসুদ দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে উদ্দীপকের বিষয়বস্তু অনুসরণ করে থাকে? ব্যাখা কর। ঘ. আরমান যে বিষয়টি আগ্রহ দেখিয়েছে, তার জীবনে সে বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর।